ফেডারেশন বার্তা

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৩ | অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং | ফেব্রুয়ারী-২০১৮/২৫৬১—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

সকালবেলায় খবরের কাগজ খুলেই চক্ষু চড়ক গাছ। দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের চারজন বিচারপতি সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে একযোগ অভিযোগ এনেছে। কিসের অভিযোগ? না পক্ষপাতের অভিযোগ। প্রধান বিচারপতি নাকি মামলাগুলো বিচারকদের কোর্টে বন্টনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করছেন। তিনি নাকি কেসের মেরিট দেখে মামলা ভাগ করছেন। বিশেষ কিছু মামলা অভিযোগকারী ঐ বিচারকদের ভাগে কোন সময়ই আসছেনা। কি সাঙ্ঘাতিক কথা! বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমন পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ! দেশের নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার একি হাল?

মনেকরা যাক অভিযোগ ভিত্তিহীন। তাহলেতো বলতে হয় প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামোতেই গলদ? তাতে ঘুণ ধরে গেছে? আর যদি মনে করি অভিযোগ সঠিক তাহলেতো আতঙ্কিত হবারই কথা। বিচার ব্যবস্থার ধারক যদি পক্ষপাতদুষ্ট, নীতিহীন, অসৎ হয় তাহলে তো সামাজিক কাঠামোতেই ধ্বস নেমে আসে।

বিচারকের আসনে যারা আসীন তারা সকলে এই সমাজেরই মানুষ। এই সমাজের মানুষের চরিত্র, গুণাবলী, দোষ-ত্রুটি প্রভৃতির দ্বারাই তার মানসিকতার পরিপুষ্টি। সে কোন সমাজ বর্হিভূত প্রাণী নয়। আরো একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষকে পরিশীলিত করে ঠিকই কিন্তু তার মূল প্রবণতা বা 'বেসিক ইন্সস্টিস্কট'কে দমন করতে পারেনা। তাই সাধারণ ভাবে নব্বই অথবা পঁচানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে তা কার্যকর হলেও বিশেষ এক-দু'টি ক্ষেত্রে তারা প্রভাবিত হলেও হতে পারে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির নৈতিকতার উপরও বিষয়টি অনেকটাই নির্ভর করে। কয়েক বছর আগে জনৈক বিচারকের রায় পছন্দ না হওয়ায় এক প্রভাবশালী দল তার বংশবদ সমর্থকদের দিয়ে শ্লোগান তোলাল 'লালা শহর ছেড়ে পালা'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লালা সেই বিচারকের পদবী। এই ভাবেই বিচারকদের উপর চাপ অথবা প্রভাব সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

আজকের দিনে কেমন ধরনের ব্যক্তি বিচারকের আসনে বসছে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বীরভূম জেলার কোন একটি কলেজের ছাত্র সেই কলেজে পাঠরত অবস্থায় ছিল বামপন্থী রাজনীতির সদস্য। সেখান থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে কোলকাতায় পড়তে আসে এবং এখানকার একটি প্রাতঃকালীন কলেজে আইন বিষয়ে ভর্তি হয়। সেই কলেজে তখন দক্ষিণপন্থী রাজনীতির প্রভাব। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে ছাত্রটিকে দেখা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

বুদ্ধগয়ায় মহাবোধি মহাবিহারে উদ্ধার বিস্ফোরক

বিগত ১৯শে জানুয়ারি ২০১৮ বড়সড় জঙ্গি হামলা থেকে অব্যাহতি পেল বুদ্ধগয়ার "মহাবোধি মহাবিহার"। বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা বর্তমানে বুদ্ধগয়ায় অবস্থান করছেন। তিব্বতি মতানুসারে বুদ্ধ বিহারে "নিগম পূজা" চলছে। এমতাবস্থায় কালচক্র ময়দানে এবং "মহাবোধি বিহারে" তল্লাশি চালানোর সময় বিহার সংলগ্ন স্থান থেকে চার জায়গায় অ্যালুমিনিয়াম ক্যানে ভরা বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়। একটি ক্যানে চার কেজিরও বেশী বিস্ফোরক ছিল। বিহারের উত্তরদিকের চার নম্বর গেটের কাছে এই বিস্ফোরক বোঝাই ক্যানটি ছিল। এই সময়ে বিহারে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক। তিনি দলাই লামার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ঘটনা প্রসঙ্গে গয়ার এস.এস.পি. গরিমা মালিক জানান—"গোটা জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে ভক্তদের জন্য বিহার উন্মুক্ত আছে। মন্দিরের সি.সি. টিভি ফুটেজে তিন জনকে বিস্ফোরক নিয়ে বিহারে প্রবেশ করতে দেখা গেছে।"

বিহারের ভিতরে এভাবে বিস্ফোরক পাওয়ায় "মহাবোধি মহাবিহারের" সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষত ইতিপূর্বে যখন বিগত ৭ই জুলাই ২০১৩ সালে বিহার প্রাঙ্গনে পরপর দশটি বিস্ফোরন হয় এবং তাতে তিনজন ভিক্ষু গুরুতর ভাবে জখম হন। তার পরবর্তীতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঢিলেমি থাকে কি করে?

বুদ্ধগয়া বিহার পরিচালন সমিতি সমস্ত বিহারের প্রধানদের নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে বৈঠকে বসে এবং মহাবোধি বিহারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করতে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয়।

ইতিমধ্যে পুলিশের স্পেশ্যাল টার্স্ক ফোর্স দুইজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এই জঙ্গি হানার পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিস্তারিত রির্পোট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিহার সরকারের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছে। আশা করা যায় অচিরেই এই হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যাবে এবং বুদ্ধগয়ায় শান্তি স্থাপনার ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একত্রে প্রয়াস চালাবে।

ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

গেল ছাত্র সংগঠনের দাদাদের সাথে ঘোরাঘুরি করতে। তৃতীয় বর্ষে তাকে দেখা গেল ছাত্র সংসদের সম্পাদকের পদে। আইন পাশ করার পরে তাকে দেখাগেল বীরভূম জেলার এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যারিষ্টারের জুনিয়ার হয়ে এজলাশে ঘোরাঘুরি করতে। কয়েক বছর পরে তাকেই দেখা গেল হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে সমাসীন। এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা হলেও ঘটনা। কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের কয়টি পোস্টে এমন ঘটনা ঘটেছে আমরা জানিনা। সুপ্রীম কোর্টের কথা না হয় আমরা বাদই দিলাম। এই ঘটনাকে আমরা কিভাবে বিশ্লেষণ করবো? নীতি হীনতার ঘটনা এখন সমাজ জীবনে ব্যাপক ভাবে সংক্রামিত। আমরা তা ভীষণ ভাবে উপলব্ধি করছি।

মানুষের নীতি শিক্ষার এই পাঠ যে ধর্মগুরুরা আমাদের দিচ্ছেন তাদের দিকে তাকালেও আমরা দেখী সেই একই অবক্ষয়। শান্তি প্রিয় সাধারণ মানুষ, যাদের আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা দুর্বল, নড়বরে, সেইসব মানুষদের বোকা বানিয়ে দিব্যি করে-কম্মে খাচ্ছে। এইসব গুরুদের কয়েকজনকে কালো তালিকাভুক্ত করা গেছে বটে, কিন্তু আরো যে হাজার হাজার ভেক গুরু সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের থেকে মুক্তির কি উপায়?

'অত্তদীপ বিহরথ, অনন্য শ্মরণা নঞেঞ' কবিগুরুর ভাষায় 'আপনারে দীপ করি জ্বালো, আপন যাত্রাপথে আপনাকে দিতে হবে আলো।' পৃথিবীর সর্বকালীন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহামানব গৌতম বুদ্ধ বলে গিয়েছিলেন এই কথা। নিজেকে জ্বলে উঠতে হবে, সে জ্বলা জ্ঞানে জ্বলা, প্রজ্ঞায় জ্বলা। তারপর সেই প্রজ্ঞার আলোয় পথ চিত্র এগুতে হবে, না হলে সমূহ বিপদ। সমাজপতিদেরও আমরা চোখের সামনে দেখছি। তাদের কীর্তিকথা প্রতিদিনই সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে। এদের ছায়াও আমাদের বাঁচিয়ে চলতে হবে।

কিন্তু প্রজ্ঞা অর্জনের উপায়? তথাগত সে কথাও বলেগেছেন। পঞ্চশীল পালন করে আধারকে শুদ্ধ করো। অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করো, তোমার জীবন মনও শুদ্ধ হবে। ভালো মন্দ চেনার ক্ষমতা জন্মাবে। তারপর তুমি বিদর্শন অনুশীলন করো। আপন যাত্রাপথ আপনিই স্থির করো।

এই বিদর্শন চর্চার সুফল আজ সুবিদিত। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া গেছে। বিচারকদের প্রজ্ঞায় স্থির থাকতে বিদর্শন চর্চা জরুরী।

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন

আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ (রবিবার) ফেডারেশনের উদ্যোগে বৌদ্ধ অনুরাগীদের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সকাল ৯.৩০ টা থেকে সন্ধ্যা ৫.৩০ টা পর্য্যন্ত মধ্যকোলকাতাস্থ "ধর্মধার শতবার্ষিকি ভবনের" সভাকক্ষে নিম্নবর্ণিত বিষয়সূচী সমূহ সম্মেলনে আলোচিত হবে।

- বাংলায় বিদর্শন ভাবনার প্রসারে চার মনীষার (আচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজী, মুনীন্দ্র গুরুজী, দীপা মা—ননীবালা বড়ুয়া এবং সংঘরাজ ড. রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির) অবদান।
- বর্তমান সময়ে সংরক্ষণের প্রাসঙ্গিকতা।
- ধ্যানযোগে শিশুর ক্রমবিকাশে মাতৃজাতির ভূমিকা।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

মানব ধর্মের সেবক হতে আহ্বান জানালেন দলাই লামা

কলকাতা ২৩শে নভেম্বর "ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স"-এর এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে বৌদ্ধ ধর্মগুরু দালাই লামা একটি গুরুত্ব পূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন "অহিংসা" ভারতের গৌরব। আমি এই ধর্ম ও গৌরবকে শিরধার্য করে পথ চলছি এবং অনুসরণ করছি। শান্তির পথে অগ্রসর হতে হলে ভারতের জ্ঞান ও দর্শনের শিক্ষা নিতে হবে। এটাই সত্য, ভারত আমার গুরুর গুরু। বিশ্বের অন্য কোন দেশ ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার নয়। অসহিষ্ণুতা, জাতিভেদপ্রথা থেকে সাম্প্রদায়িকতা শীর্ষক আলোচনার জন্য "ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স"-এর কর্মকর্তাগণকে তিনি এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। শান্তির দূত ধর্মগুরু দলাই লামা বলেন, ভারতের দুই থেকে তিন হাজার বছরের পুরনো সভ্যতা আজও অপরবর্তিত। সারা বিশ্ব যখন পরিবর্তনের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, তখন ভারত তার অন্তরাত্মার আবহ থেকে বিচ্যুত হয়নি। সকল ধর্মের গুরুজনেরা প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার করেন। কিন্তু এই প্রেম-করুণাকে সম্বল করে মানবসমাজকে কিভাবে একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে হয়, তার পাঠ দেয় শুধু ভারতই। সম্প্রদায়িক অশান্তির মূলে রয়েছে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায়। দলাই লামার বক্তব্য হল ভারতের প্রাচীন শিক্ষা সব সময়েই সব ধর্মকে সম্মান করা শেখায়। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কোথাও একটা গলদ থেকে যাচ্ছে। মনের বিকাশও থমকে যাচ্ছে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাতেই সব কিছু পাওয়া যায় না। তাই ভারতের উচিত, আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে প্রাচীন শিক্ষার মেলবন্ধনে এক "নয়া শিক্ষা" ব্যবস্থাকে চালু করা।

নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত দাই লামার মতে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কারণেই সারা বিশ্বে সমাদৃত ভারত। ভারত এমন এক দেশ, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। ধর্মসহিষ্ণুতা মানে শুধু অন্য ধর্মকে সম্মান করা নয়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্মান করা।

দলাই লামা আরও বলেন, এই দেশে বৌদ্ধধর্মের জন্ম। সারা বিশ্ব জানে চীন বৌদ্ধ রাষ্ট্র। আর তাদের অধিকাংশই আজও ভারতের নালন্দার বৌদ্ধ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এই দুনিয়ায় ভারতই বৌদ্ধধর্মের গুরু। চীনসহ বাকি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ভারতের শিক্ষার্থী। বৌদ্ধধর্ম শেখায় ধর্ম সহিষ্ণুতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা, জাতপাতের উর্দ্ধে মানবতার কথা। একাংশ রাজনৈতিক নেতা তাতে আঘাত হানার চেষ্টা করে। এদের জন্যই দেশ পিছিয়ে পড়ে। জাতপাত, বর্ণবৈষম্য ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি। কোন ধর্ম প্রচারকও নয়। এর সৃষ্টিকর্তা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। জাতপাত ধর্মের সংকীর্ণতা থেকে মানবজাতি বেরিয়ে এলেই গোটা বিশ্বে শান্তি বিরাজ করবে। ভয় থেকেই আসে বিরক্তি, বিরক্তি তৈরি করে রাগ এবং রাগ থেকেই সৃষ্টি হয় হিংস্রতার। সারা বিশ্বে সহনশীলতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা গড়ে তুলতে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে। যতই রোবট তৈরি করো, মানুষের মস্তিষ্কই সেরা। মানুষকে কখনওই যন্ত্র হারাতে পারবে না।

এই দিন তিনি স্মৃতি চারণা করতে গিয়ে বলেন, একজন তিব্বতী স্কলার ও নেতা তাঁকে বলেছেন তুষারাচ্ছন্ন তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতি না প্রবেশ করলে, তিব্বত অন্ধকারেই থেকে যেত। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের অরুণাচল সফর নিয়ে চীনের ক্ষোভ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—হিন্দি চীন ভাইভাই নীতিই সংকট সমাধানের পথ। আমরা চাই কি না চাই, ভারত ও চীনকে পাশাপাশি থাকতে হবে। দু'টি দেশ যদি যৌথভাবে কাজ করে তাহলে সম্ভাবনার প্রভূত উন্নত হবে। তিনি আরও বলেন—তিব্বতীরা স্বাধীনতার প্রসঙ্গে ভুলে এখন চীনের সঙ্গেই থাকতে চায়। শুধু মাত্র আরও বৃহত্তর উন্নয়নের জন্য। পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের মাধ্যমে সব সংকটের সমাধান লুকিয়ে আছে। যুদ্ধ করে কী লাভ? মনে করিয়ে দিয়ে বলেন এই কথা তিনি শুনিয়ে এসেছিলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকেও।

প্রয়াত হলেন ভদন্ত সুবিমল মহাস্থবির

মাস কয়েক রোগ ভোগের পর গত ২০শে নভেম্বর সকাল ৬টায় দমদমের বান্ধব নগর ধর্মচক্র বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত সুবিমল মহাস্থবির প্রয়াত হন। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার জলদী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গুরুদাস বড়ুয়া মায়ের নাম সরলা বালা বড়ুয়া। তাদের তিন সন্তান, দুই পুত্র ও এক কন্যা। মধ্যম পুত্র সুমন পরবর্তীতে ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করে "সুবিমল ভিক্ষু" নামে পরিচিতি লাভ করেন।

সুমনের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় জলদী গ্রামে প্রিয়রত্ন মহাস্থবিরের স্থাপিত স্থানীয় "ক্যাং প্রাইমারী স্কুলে"। প্রাইমারী স্কুলের পাঠ শেষ হলে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় জলদী হাই স্কুলে, সেখানে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন, এই সময়ে হঠাৎ তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পিতার অকাল মৃত্যুর পর তাঁর মাতুল শুদ্ধোধন বড়ুয়া বোনের অনুমতী নিয়ে জলদী ধর্মরত্ন বিহারের অধ্যক্ষ প্রিয়রত্ন মহাস্থবিরের কাছে সুমনকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়ে দেন। এই প্রব্রজ্যা প্রদান অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের বেশ কয়েকজন পন্ডিত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। প্রব্রজ্যার সময়ে সুমনের গৃহী নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় "সুবিমল শ্রমন" পরবর্তী কালে উপসম্পদা গ্রহনের পর তিনি "সুবিমল ভিক্ষু" নামে ভারত ও বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের কয়েক বছর পরে ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার দ্বিতীয় সঙ্ঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের আহ্বানে তিনি কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে চলে আসেন। ধর্মাঙ্কুর বিহারে অবস্থান কালে তিনি নালন্দা বিদ্যাভবন থেকে পালী ভাষায় সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম পিটকের আদ্য, মধ্য পরীক্ষা কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন এবং নালন্দা বিদ্যাভবন থেকে বৃত্তি পেতে থাকেন। এই সময়ে বাগীশ বন্ধু মুৎসুদ্দি বাবুর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত "বিশ্ববৌদ্ধ সংবাদ"। এই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির। তাঁর এই কাজে সহযোগিতা করতেন শ্রমণ সুবিমল।

কৃপাশরণ মহাস্থবিরের জন্ম শতবর্ষ নালান্দা পার্কে উদ্‌যাপন করার প্রাক্কালে নালন্দা পত্রিকা প্রকাশিত হলে বিশ্ববৌদ্ধ সংবাদ পত্রিকাটিকে নালন্দা পত্রিকার শেষাংশে সংযোজিত করে একত্রে প্রকাশিত হয়। এই সংযোজিত অংশে শুধু বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে।

শ্রমণ সুবিমলকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞানশ্রী শ্রমণ (ড. সুকোমল চৌধুরী) তাঁকে শীল ফ্রি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেন। এই স্কুলে তিনি দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ নেন। এই স্কুলে পালি ভাষা পড়ার সুযোগ না থাকায় সেখান থেকে তিনি ট্রান্সফার সাটিফিকেট নিয়ে রাণী রাসমনি স্কুলে ভর্তি হন। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে তিনি শিলিগুড়িস্থ "বুদ্ধ ভারতী" বিহারে চলে আসেন। সেখানে ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে মহানন্দা নদী সীমায় পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের কাছে পুনঃ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করেন। উপসম্পদা গ্রহনের পর তাঁর নাম করণ করা হয় "শ্রীমৎ সুবিমল ভিক্ষু"। এই উপসম্পদা অনুষ্ঠানের দায়ক ছিলেন শিলং নিবাসী প্রখ্যাত ব্যবসায়ী হেমেন্দু বিকাশ বড়ুয়া। (তার পূর্ব নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার কদমপুর গ্রামে)। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কর্মবাচ্য পাঠ করেছিলেন সুমনাচার মহাস্থবির, ধর্মাধার মহাস্থবির, আনন্দমিত্র মহাথের, রাষ্ট্রপাল মহাথের এবং দুই জন বর্মি ভিক্ষু।

উপসম্পদার পর সুবিমল ভিক্ষু, ধর্মাধার মহাস্থবিরের সঙ্গে কলিকাতায় চলে আসেন। ধর্মাংকুর বিহার ধর্মাধার মহাস্থবির, জ্ঞানানন্দ মহাস্থবির, প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির, বিপুল সেন মহাস্থবির, সমবয়সী ভিক্ষু সম্বোধি মহাস্থবির ও ধমবংশ মহাস্থবিরের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। সুবিমল ভিক্ষু সম বয়সী ভিক্ষুদের সঙ্গে নিয়ে প্রবীন ভিক্ষুদের সেবা করতেন।

উপসম্পদার পর বিভিন্ন সময়ে ভিক্ষু সুবিমল ভারতের নানা স্থানে বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি দর্শন করেন এবং বিভিন্ন পরিবাস ব্রত অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালের সোদপুরস্থ নাটাগড় ধর্মাধার বিহারে এক মহতী অনুষ্ঠানে ভিক্ষু সংঘের পক্ষ থেকে তাঁকে "মহাস্থবির" উপাধি প্রদান করা হয়।

১৯৮২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর এক বিশেষ সভায় শ্রীমৎ সুবিমল মহাস্থবিরকে দমদমস্থ বান্ধবনগর ধর্মচক্র বিহারের দায়কেরা তাকে স্থায়ী বিহারধ্যক্ষ পদে বৃত করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সংঘ নায়ক ধর্মাধার মহাস্থবির, বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শান্তপদ মহাস্থবির, রতনজ্যোতি মহাস্থবির সহ আরও অনেক ভিক্ষু। বিহারাধক্ষ্য হয়ে তিনি নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়েও বিহারের সংস্কার সাধন করেন এবং ২০০০ সালে মন্দির ও বিহারকে পুনরায় সংস্কার সাধন করে সৌন্দর্যায়ন করান। তিনি শুধু কলকাতা নয়, কলকাতার বাইরে বাংলাদেশ ও ভারতের নানাস্থানে ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজে যুক্ত ছিলেন।

১৯৭৩ সালে কলকাতায় নিখিল ভারত বাঙ্গালী বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের আয়োজক কমিটির সভাপতি ছিলেন ডাঃ বঙ্কিম চন্দ্র বড়ুয়া এবং সম্পাদক ছিলেন রামেন্দু মুৎসুদ্দি। সুবিমল ভিক্ষু ছিলেন অন্যতম সহকারী সম্পাদক। সম্মেলন চলে তিনদিন ধরে। এই তিন দিনের মূল সভাপতি ছিলেন ধর্মাধার মহাস্থবির। ভারতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বৌদ্ধ প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলন মহাবোধি সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনে প্রথম দিনের প্রধান বক্তা ছিলেন 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক বিবেকান্দ মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তার ভাষণে বলেন "স্বাধীনতার ২৫ বছর পরে বৌদ্ধ সমাজ জেগে উঠেছে। স্বাধীনভারতে বৌদ্ধদের দাবী-দাওয়া নিশ্চয় থাকবে এবং তারা দাবী দাওয়া পাওয়ার অধিকারী।"

এই সম্মেলনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ভারতের নানা স্থানে যে সকল বাঙালী বৌদ্ধরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাদের এক সূত্রে আবদ্ধ করা। তাদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি জানা। সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু হিসাবে চাকুরী ও শিক্ষাক্ষেত্রে পড়ার সুযোগ সুবিধাগুলি আদায় করা।

এই তিনদিনের সম্মেলনের তৃতীয় দিনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে "নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন" গঠিত হয়। এই সম্মেলনের জন্ম লগ্ন থেকে সুবিমল ভিক্ষু বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন। উনি সংগঠনের আজীবন সদস্য ছিলেন এবং নব গঠিত কার্য্যকরী কমিটির সভ্যও ছিলেন।

বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের দৌলতে আজ-কাল বহু বৌদ্ধ যুবক-যুবতীরা "মঘ" (মগ) সার্টিফিকেট পেয়ে সরকারী অফিসে উচ্চ পদে চাকুরী করছে—এ সব সংবাদ শুনে খুবই আনন্দ উপভোগ করতেন সুবিমল ভান্তে। বর্তমানে এই সংগঠনের সভাপতি ডঃ ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ সুজিত বড়ুয়া সহ সংগঠনের সদস্যরা বৌদ্ধ সমাজের জন্য যে উপকার সাধন করে যাচ্ছেন তার জন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ করতেন। এই সংগঠনের সভ্যগণকে অভিন্দিত ও করেছিলেন।

১৯৭৪ সালে গঠিত ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে দ্বিতীয় বার পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা গঠিত হয়। এই মহাসভারও তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নানা প্রকার জনহিতকর ও ধর্মীয় কাজের জন্য ২০০১ সালে "আন্তর্জাতিক বুদ্ধিষ্ঠ রিসার্চ সেন্টার" তাঁকে "ধর্মাধার" উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

ভদন্ত সুবিমল মহাস্থবির ১৯৮২ সাল থেকে বান্ধব নগর ধর্মচক্র বিহারে বিহারাধক্ষ্য হিসাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। এই বিহার ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা কেন্দ্র। এ জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে বিহারের উন্নতিকল্পে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে যান সাড়ে আট লক্ষ টাকা এবং উইল করে গেছেন ওই টাকা যেন বিহারের উন্নতি কল্পে ব্যয় করা হয়।

মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ ভিক্ষু সংঘ ও দায়ক সংঘের সিদ্ধান্তক্রমে "পীস হেভেনে" রাখা হয়। গত ২৬শে নভেম্বর ২০১৭ তাঁর মরদেহ গুনগ্রাহী ভিক্ষু সংঘ ও শতশত উপাসক-উপাসিকারা উপস্থিত হয়ে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর নিমতলা মহাশশ্মানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। (বেশীরভাগ তথ্য সংগ্রহকরা হয়েছে শ্রীমৎ সুবিমল মহাস্থবিরের লেখা আত্মজীবনী থেকে।

প্রতিবেদক ঃ শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া

পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। **পাত্রী :** বয়স ৩৮+, শিক্ষাগত যোগ্যতা : B.Sc & MCA, উচ্চতা ৬ ফুট, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, যোগাযোগ : 9830836385।
২। **পাত্রী :** সুশ্রী, M.Sc. পাশ, উচ্চতা- ″ বয়স-২৬, সোদপুর নিবাসী। রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কের এ্যাসি. ম্যানেজার, যোগযোগ : 9433856958 / 8017657511।
৩। **পাত্র :** বয়স : ৩৩, কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষাগত যোগ্যতা : MSC, Ph.D, উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9433573344, নিউব্যারাকপুর।
৪। **পাত্রী :** বয়স : ২৮ বৎসর, Osmania University-র MBA এবং TATA সংস্থায় কর্মরতা, সুশ্রী, হায়দরাবাদ নিবাসী। যোগাযোগ : 07416134200
৫। **পাত্র :** স্নাতক, বয়স-২৭, পিতা- অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, বাসস্থান- শিলিগুড়ি, পেশা- চাকরী (বেসরকারী), মাসিক আয়- ২৫ হাজার টাকা। যোগাযোগ : 98327-96665, 96743-84781।
৬। পাত্র : স্নাতক, বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত (ইলেকট্রিসিয়ান), বয়স ৩২, শিক্ষা- H.S. নিবাস- বেনাচিতি, দুর্গাপুর, যোগাযোগ : 9614128195।
৭। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা- , রাজ্য পুলিশে কর্মরত, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। নিবাস : দত্তপুপকুর, ২৪ পরগণা (উত্তর), যোগাযোগ : 9748255015
৮। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, সরকারি কলেজের Office Administration, কর্মরতা। বয়স- ২৬, শিক্ষা : B.Tech; উচ্চতা- ।
৯। **পাত্র :** ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, DVC-র জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, যোগাযোগ : 9830399341/8759017548।
১০। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9836548282।
১১। **পাত্র :** দিল্লী এয়ারপোর্টের ডেপুটি ম্যানেজার, বয়স ৩২, স্নাতক এবং এয়ারপোর্ট টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা, যোগাযোগ : 09163934609 ইমেল subrotobarua@hotmail.com।
১২। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, বয়স- ৩৮ বৎসর, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8420340686।
১৩। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।
১৪। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, এডভোকেট, বি.এ., এল.এল.বি. (অনার্স) বয়স-৩২, উচ্চতা- ইঞ্চি, প্রথম বিবাহের ৫ মাস পরে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। যোগাযোগ : 033-243088056, 9830017916, 9748281589।
১৫। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।
১৬। **পাত্র :** হাওড়া নিবাসী, Construction ব্যবসা, উচ্চ-মাধ্যমিক, বয়স-৩৫, উচ্চতা- ইঞ্চি, যোগাযোগ : 9051479751।
১৭। **পাত্রী :** বয়স ২২, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।
১৮। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।
১৯। **পাত্র :** মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বয়স : ৩৩, ব্যবসায়ী। যোগাযোগ : 9007177808।
২০। **পাত্রী :** MA পাশ, বয়স-২৫, সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 9433800412।
২১। **পাত্র :** BA পাশ। বেলুড় (হাওড়া) নিবাসী। উচ্চতা- , পেশা : ব্যবসা, যোগাযোগ : 9674749102, 8420340586।
২২। **পাত্রী :** রামপুর (মহেশতলা) নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স- ২৪+, সুশ্রী, বি.এ., যোগাযোগ : 8981881225।
২৩। **পাত্রী :** ২২ বছর। উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চতা- , Deaf & Dumb, সুশ্রী। যোগাযোগ : 9874283561 / 8442909390।
২৪। **পাত্রী :** বিবেকনগর (শ্যামনগর) নিবাসী, সুশ্রী, বয়স-২১, বি.এ. (জেনারেল) পাশ। সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 8336904334।
২৫। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।
২৬। **পাত্রী :** মহেশতলা-নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স-২৪। MSc এবং IISER-Bhopal-এ গবেষণারত, যোগাযোগ : 8240369272 / 033-24909742।
২৭। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.Tech (IT), বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8902706047।
২৮। **পাত্রী :** দমদম নিবাসী, M.A., B.Ed., M.Ed., বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9830198441।
২৯। **পাত্রী :** টালিগঞ্জ নিবাসী, B.A. পাঠরতা। বয়স-২৩। যোগাযোগ : 9831598071 / 8272917387।
৩০। **পাত্র :** ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি নিবাসী, বয়স-২৯, উচ্চতা- , শিক্ষা : M.Tech (IIT-Guwahati); বর্তমানে Sikkim Manipal University-র Asst. Projessor, যোগাযোগ : 9641327231
৩১। **পাত্র :** বেহালা নিবাসী, LIC-তে কর্মরত। বয়স-৩৯, সুশ্রী, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9051530515.
৩২। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, সুশ্রী, উচ্চতা- , M:Com., সরকারী চাকুরী। যোগাযোগ : 7890991230
৩৩। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইবার, বয়স ২৭+ উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9432437856
৩৪। **পাত্রী :** কৃষ্ণনগর, নদীয়া নিবাসী, অধ্যাপক, সরকারী, পলিটেকনিক কলেজে, বয়স-৩৫, উচ্চতা- । যোগাযোগ : ফেডারেশনের অফিস
৩৫। **পাত্রী :** বেহালা নিবাসী, M.Com., পাশ, বয়স-৩২ বৎসর, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের অফিসার। উচ্চতা- । যোগাযোগ : 7278430657

বিদর্শন ভাবনা শিবির

আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শন আচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজির অনুমোদিত সোদপুরের "ধর্মগঙ্গায়" আগামী তিনমাসের দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদি ধ্যান শিবিরের সময় সারণী নিম্নরূপ—

দশদিনের ধ্যান শিবির—

১৪ই ফেব্রুয়ারী—২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৮
৪ঠা মার্চ—১৫ই মার্চ, ২০১৮
২৮শে মার্চ—৮ই এপ্রিল, ২০১৮
১১ই—২২শে এপ্রিল, ২০১৮
২রা—১৩ই মে, ২০১৮
১৬ই—২৭শে মে, ২০১৮

সতিপঠ্ঠন ধ্যান শিবির—

১৭ই—২৫শে মার্চ, ২০১৮

তিনদিনের ধ্যান শিবির—

২৮শে ফেব্রুয়ারীই—৩রা মার্চ, ২০১৮

যোগাযোগ : ফোন ০৩৩-২৫৫৩২৮৫৫, ২২৩০৩৬৮৬, ২৩৩১১৩১৭ ; e-mail: info@ganga.dhamma.org

মহারাষ্ট্র সরকার বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকরের ছাত্রজীবনের প্রথম দিনটিকে ছাত্রদিবস পালনের নির্দেশ দিল

মুম্বই ৫ নভেম্বর, ২০১৭, ভারতের সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের ছাত্রজীবনের শুরু ১৯০০ সালের ৭ই নভেম্বর অর্থাৎ সেই দিনেই তিনি প্রথম স্কুলে গিয়েছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি স্কুল এবং জুনিয়র কলেজগুলোকে ওই দিনটাতে "ছাত্রদিবস" পালনের নির্দেশ দিল মহারাষ্ট্র সরকার। অক্টোবরের ২৭ তারিখ রাজ্য সরকারের স্কুলশিক্ষা এবং ক্রীড়া বিভাগের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় দলিত সম্প্রদায়ের এই বিশিষ্ট ব্যক্তির স্কুলে নাম লেখানোর ঘটনা দিয়েই নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল।

১৯০০ সালের ৭ই নভেম্বর সাতারা জেলার প্রতাপ সিং হাইস্কুলে ছাত্র হিসাবে প্রথম বার প্রবেশ করেছিলেন বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর। স্কুলের রেজিস্টার খাতায় তাঁর নামের পাশে সই করা অংশটিকে সংরক্ষণ করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। সারাজীবন তিনি একজন মনোযোগী ছাত্র ছিলেন এবং গভীর আগ্রহ সহকারে পড়াশুনা চালিয়ে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে বাবা সাহেব ডঃ বি. আর. আম্বেদকর সমগ্র জাতিকে উপহার হিসাবে ভারতের সংবিধান রচনা করে দিয়েছেন। যার ভিত্তিতে দেশে স্বাধীনতা, সাম্যতা, সৌভ্রাতৃত্ত্বের মূল্যবোধ এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সুতরাং তাঁর ছাত্রজীবনের শুরুর দিনটা ভারতে ইতিহাসে যুগান্তকারী একটা দিন হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, প্রত্যেক ছাত্রই দেশের ভবিষ্যৎ এবং শিক্ষাই দেশের অপ্রগতির একমাত্র হাতিয়ার। শুধুমাত্র কঠোর পরিশ্রমকে মূলধন করে মানুষ উন্নতির চূড়ায় উঠতে পারে। ছাত্রসমাজকে সেকথা বোঝাতে নভেম্বরের ৭ তারিখ "ছাত্রদিবস" পালন করা উচিত। এই দিনটাতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রচনা লেখা, বক্তৃতা দেওয়া, কবিতা পাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে "ছাত্রদিবস" পালনেরকথা বলা হয়েছে।

সংঘনায়ক (ড.) ধর্মবিরিয়ো মহাথেরোর স্মরণসভা

অখিল ভারতীয় ভিক্ষু সংঘের সংঘনায়ক প্রয়াত (ড.) ধর্মবিরিয়ো মহাথেরোর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিগত ১৩ই জানুয়ারী ২০১৮ সন্ধ্যায় "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের" প্রার্থনা কক্ষে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আয়োজক ছিলেন "All India Federation of Bengali Buddhists" এবং সভাপতিত্ব করেন ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার চতুর্থসংঘরাজ অধ্যাপক (ড.) সত্যপাল মহাস্থবির। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, সংগঠনের সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া, প্রয়াত মহাথেরোর ভ্রাতা শ্রী দীপঙ্কর চৌধুরী, ভাগিনা শ্রী মনোজ বড়ুয়া, শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া প্রমুখ। শ্রী মনোজ বড়ুয়া স্মৃতিচারণের মাধ্যমে মহাথেরোর জীবনের নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমূহের বিশদ বিবরণ দেন। তাঁর বক্তব্যর মাধ্যমে মহাথের সর্ম্পকে অনেক অজ্ঞাত তথ্য উপস্থিত সকলে অবগত হন। ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া প্রয়াত ধর্মবিরিয়ো মহাথেরকে একজন যথার্থ সমাজদরদী রূপে ব্যাখ্যা করেন। বাংলাভাষী বৌদ্ধদের সংবিধানিক অধিকার রক্ষার্থে মহাথেরো মহাদয়ের অবদান তিনি সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রয়াত মহাথেরোর প্রতিষ্ঠিত নানাবিধ জনকল্যানমূলক সংস্থাগুলির কাজকর্ম আগামী দিনে যাতে ব্যহত না হয় তার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। অন্যান্য বক্তাগনের বক্তব্যতেও প্রয়াত ধর্মবিরিয়ো মহাথেরোকে একজন যথার্থ বৌদ্ধ নেতা, সাংসদ এবং সমাজহিতৈষীরূপে উল্লেখ করা হয়।

দলাই লামা পুরস্কৃত হলেন

কিস হিউম্যানিটেরিয়ান পুরস্কার পেলেন তিব্বতীয় ধর্মগুরু দলাইলামা। গত ২১শে নভেম্বর ২০১৭ মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরে "কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস"-এ এই পুরস্কার তাঁর হতে তুলে দেওয়া হয়। প্রায় ২৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে শান্তির বার্তা বয়ে বেড়ানো এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করেন সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট শাশ্বতী বল, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক অচ্যুত সামন্ত প্রমুখ। দলাইলামা বলেন, আগের শতাব্দী অনেক হিংসা আর হানাহানিতে কেটেছে। এই শতাব্দী যেন হয় শান্তি এবং সমবেদনার শতক। ছাত্রীদের প্রতিও একই সুরে আবেদন জানান এই ধর্মগুরু। তিনি বলেন— তোমরা একবিংশ শতকের ছেলেমেয়ে। তোমাদের হাতেই পৃথিবী পালটে ফেলার ক্ষমতা রয়েছে। তোমাদের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে বলবার সময় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কোল-১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট, কোলকাতা-১৫

আম্বেদকরের ছবি থাকবে উত্তর প্রদেশের প্রতিটি রাজ্য সরকারি অফিসে

উত্তর প্রদেশ সরকার দলিতদের সমর্থন ধরে রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছে—প্রতিটি রাজ্য সরকারি অফিসে ড. আম্বেদকরের ছবি লাগাতে হবে। অতি সত্তর এই আদেশ পালন করতে নির্দেশে বলা হয়েছে। এক সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, স্কুল সিলেবাসে ড. আম্বেদকরের জীবনী অন্তভূক্ত করার পর এবার তাঁর ছবি প্রতিটি রাজ্যসরকারি অফিসে টাঙানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য গত নির্বাচনে গুজরাতে দলিত ভোটারেরা বি.জে.পি.-র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় পড়েছে এই দল। উত্তর প্রদেশে মায়াবতী এবং মাজবাদী পার্টিরও দলিত ভোট ব্যাঙ্ক রয়েছে। এই ব্যাঙ্কও বেশ বড়। গুজরাতের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এখন থেকেই দলিতদের মন পেতে চাইছে যোগী সরকার। আরও উল্লেখ যে উত্তর প্রদেশ সরকার সম্প্রতি ড. আম্বেদ করের মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে গন্য করতে চায়নি। আগেকার সরকার এই দিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষরা করেছিল। যোগী সরকার তা বাতিল করে দেয়। এই নিয়ে সারা রাজ্যে বিরূপ সমালোচনা হয়। এই সব দেখে "আম্বেদকর মহাসভার" এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বি. আর. আম্বেদকর সম্পর্কে মন্তব্য করেন "আম্বেদকর মহান ব্যক্তি। তাঁর জীবনী ছাত্রদের প্রেরণার উৎস। সেই কারণে তাঁর জন্মদিনে স্কুলের ছাত্ররা তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করার জন্য ছুটি বাতিল করা হয়েছে।"

পাকিস্তানের ভামলা যাদুঘরে বিশ্বের প্রাচীনতম বুদ্ধমূর্তি দর্শনের জন্য উন্মোচন করা হল

গত ৮ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের হরিপুরস্থ ভামলা আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামে পাক সরকারের বিরোধী দল নেতা ইমরান খান উন্মোচন করলেন ১৭০০ বছরের প্রাচীন স্লিপিং বুদ্ধমূর্তি। পাকিস্তানের পর্যটন পরিসেবাকে সমৃদ্ধ করতে এবং মৌলবাদী জঙ্গীদের অত্যাচারে বিপর্যস্ত এলাকায় ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাক সরকারের এই উদ্যোগ। ভামলা মিউজিয়ামের অধিকর্তা আব্দুল সমাদ বলেন "এই মূর্তিটি তৃতীয় শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে। সম্ভবত এইটি পৃথিবীর প্রাচীনতম বুদ্ধমূর্তি। এই নিদ্রামগ্ন মূর্তিটি কাঞ্চন পাথরের তৈরি। এটি ৪৮ ফুট দৈর্ঘ্য (১৪ মিটার), এই অঞ্চলে এ মূর্তিটি ১৯২৯ সালে পাওয়া গিয়েছিল। সেই সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল ৫০০ প্রকার বৌদ্ধ নিদর্শন। এক সময়ে এই এলাকাটি বৌদ্ধ প্রধান অঞ্চল ছিল। ২৩০০ বছর আগে সম্রাট অশোক-এর চেষ্টায় এখানে বৌদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।"

গয়া সফরে দলাইলামা

একমাসের সফরে বিগত ১লা জানুয়ারী প্রবীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দলাই লামা গয়ায় আসেন সকাল বেলায়। উক্ত দিনে সর্বপ্রথম তিনি আসেন বুদ্ধ গয়ার মহাবোধি বিহারে। তাঁর সফর উপলক্ষ্যে মহাবোধি মন্দিরে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। মন্দির কর্তৃপক্ষ প্রথমে 'খাধা' বা বিশেষ উত্তরীয় প্রদান করে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। অতঃপর তাঁকে মহাবোধি বিহারের গর্ভগৃহে নিয়ে যান এবং বুদ্ধপূজা করেন ৩০ মিনিট যাবৎ। প্রবীন এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলেন যে তিনি বুদ্ধগয়ায় একমাস থাকবেন। দলাই লামার সফরের কথা শুনেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেন— দলাই লামার যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবার জন্য।

Oldest Buddhist stele discovered

9th century Purang stele, which is 1.85 meters tall, is found in Tibet

Beijing : Chinese archaeologists believe that the ninth century Purang stele which was discovered in northern Tibet to be the oldest in the Himalayan region.

Shargan Wangdue, of Tibet Cultural Relics Protection Institute, said the stele was discovered in Ngari prefecture in northern part of the Tibet Autonomous Region.

The stele is 1.85 meters tall, inscribed with the image of a standing Buddha, state-run Xinhua news agency reported recently.

On its left side there are 24 lines of old Tibetan language. On its right side are 19 lines of Buddhist prayers. Shargan Wangdue said most scholars agree that the stele was set up in 826 or 838, during the priod of Tubo kingdom.

''This stele shows Buddhism was already being practised during the Tubo period in western part of Ngari,'' Shargan Wangdue said.

Also, archaeologists in southwest China's Sichuan Province have restored a ''dragon bed'' believed to be used by an ancient king 2,500 years ago.

The bed, 2.55 meters long, 1.3 meters wide and 1.8 meters tall, is the oldest and the bestpreserved lacquered bed ever unearthed in China, said Yang Tao, an assistant researcher with Chengdu Cultural Relics and Archaeology Research Institute.

The bed was unearthed in 2000 in a tomb complex discovered in Chengdu, capital of Sichuan.

''Parts of the bed were scattered in a number of boatshaped coffins at the time of the discovery, and it took archaeologists and their staff 17 years to restore the bed to its original form to the best of their ability, using various techniques,'' said Xiao Lin, who heads the restoration department of the institute.

''Based on its structure and patterns, the bed is very likely to have been used by an ancient king of Shu State, who ruled the region in the early Warring States period 2,500 years ago,'' Yan Jinsong, an archaeologist who headed the excavation work of the tomb complex said.

''The signs that makers left on the bed are highly related to the language used in the Shu State, offering new and valuable clues to archaeologists keen to decode the mysterious ancient language,'' he said.

Courtesy : Millenium Post dt 10.01.2018

Excavations indicated Buddhist monastery at Lakhisarai hills; Bihar

Chief minister Nitish Kumar was perhaps right when he said on November 25 last year that the Jainagar Lal Pahari in Lakhisarai district looked like a Buddhist monastery.

The archaeological institutions carrying out the excavations at the site have claimed to have found evidence that the structure was, in fact, a monastery, perhaps dating back to early medieval (600–1550AD) period. The place is located around 125km east of Patna.

The excavation work is being jointly carried out by Bihar Virasat Vikas Samiti and Visva-Bharati, Santiniketan.

Bihar Virasat Vikas Samiti's executive director Bijoy kumar Chaudhary said cells of monks, boundary walls and a terracotta sculpture of Buddha have been found so far. ''The excavation started from the eastern side and it has been assessed that the structure was a Buddhist monastery with monks' cells all around it with a countyard at the centre. The bricks excavated so far have been found to be of early medieval period,'' Chaudhary said.

Archaeologists from Visva-Bharati involved in the excavation works have also claimed the cells were used by monks for meditation purposes and they are interconnected with lime brick floors.

Anil Kumar, the head of the department of archaeology at Visva-Biharati, who is guiding the excavations at Lal Pahari, said the nine cells identified so far are plastered with lime and pedestals at the entrance and passage between them.

''We have found nine monk cells, a watchtower, a sanctum chamber, a terracotta figurine of Buddha and pot-ware among other artefacts so far. The excavations so far suggest if was a Buddhist monastery site dating back to early medieval to Gupta period (4th-5th century AD),'' Anil said.

He said the ornamented pillers similar to few found at Nalanda ruins have also been found at Lal Pahari site. Officials said the excavations at Lal Pahari would be carried out for four months in the first phase as per the licence issued by the ASI.

British archaeologist Alexander Cunningham, the first director general of ASI, mentioned about the monastery in one of his archaeological reports. ''Cunningham, in one of his reports in the 19th century, has mentioned about an ancient Buddhist monastery in Jamnagar hills in Lakhisarai,'' Choudhary said.

Several copper coins of Alauddhin Khlji and two coins bearing the name of Maratha ruler Bajirao Shinde were also discovered at Jayanagar in December, 2016, when locals were digging a mound. Later, Anil Kumar, an associate professor of ancient Indian history and archaeology at Viswa-Bharati identified the coins as belonging to Khilji and Bajirao. Sources said numismatic experts from National Archives, New Delhi also confirmed the inscription of the names of Khilji and Bajirao on the coins.

Mayawati express desires to embrace in Buddhism

BSP Cheif Mayawati recently attacked the BJP claiming it should change its mindset towards the Dalits, Tribals and backward classes or else she would be forced to convert to Buddhism like Bhimrao Ambedkar.

''I throw an open challenge to the BJP to change its casteist and communal mindset towards Dalits, Adivasis, Backwards and also those who have changed their religion or else I will also have to take a decision towards changing my religion to Buddhism,'' she said at a party rally.

Recalling Ambedkar, she said that after witnessing discrimination in the 'Varna vyawastha' (caste system) in Hinduism, he had called on the Shankaracharyas and seers to modify it. Since it was not done, Ambedkar, a little before his death, converted to Buddhism in Nagpur along with his followers, she said.

The BSP chief said that she too is giving an opportunity to the Shankaracharyas, religious leaders and people associated with the BJP to change their thinking or else she too will convert to Buddhism at the right time along with crores of supporters.

বর্তমান বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ রাণী "পেমা"

বর্তমান পৃথিবীতে যে গুটিকয়েক রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র এখনও টিকে আছে তার মধ্যে বৌদ্ধ রাষ্ট্র ভুটান অন্যতম। ভুটানের রাজা জিগমে কেশর নাম গিয়েল ওয়াংচুক (৩৭) ও তাঁর স্ত্রী তথা রাণী জেটসাপ পেমা (২৭) দুজনেরই সেখানে প্রভূত জনপ্রিয়তা এবং সেই জনপ্রিয়তা এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যে তাঁদের বলা হয়— "হিমালয়ের উলিয়াম আর কেট"। তবে জেটসান পেসার পরিচয় এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছেনা। তিনি বর্তমান বিশ্বের সব রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সের। প্রায় বছর ছয়েক আগের কথা, জিগমে কেশরের সঙ্গে জেটসনের বিয়ে হয়। দু'জনেই তখন লন্ডনে পড়াশোনা করছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ সুদর্শন কেশরকে দেখে প্রেমে পড়েছিলেন পেমা। পেমা তখন লন্ডনের রিজেন্টস কলেজে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, আর্টস ও সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করছেন। ২০১১ সালে যখন বিয়ে হয়, তখন জেটসানের বয়স ছিল ২১ বছর। তবে জিগমে কেশর আর জেটসানের প্রথম দেখা কিন্তু লন্ডনে পড়তে যাওয়ার অনেক আগে, তখন জেটসান, আর কেশর ১৭। জেটসানের দাদা ছিলেন ভূটানের দ্বিতীয় রাজার শ্যালক। তবে জেটসানকে বিয়ে করে দারুণ খুসি কেশর। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে জানান যে, বিয়েটা করার ক্ষেত্রে তিনি একটু সময় বেশী নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে তিনি সঠিক মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছেন। জেটসান একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহিলা। তাঁর শিল্পকলার প্রতি ভালবাসার জন্য তাদেরকে পরস্পরের কাছে নিয়ে এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত বছর এই দম্পতির এক ফুট ফুটে পুত্রসন্তান জন্ম হয়েছে। তার নাম রাখা হয়েছে "জিগমে নামগিয়েল ওয়াংচুক।"

Ven. Pragyananda Mahathero Passes away at Lucknow

Lucknow : The last rites of Bhadant Pragyanand began in Sravasti on Sunday, 17th Dec, 2017. the senior most Venerable Monk of Lucknow's Budha Vihar, and Senior Trustee of Mahabodhi society of India, Pragyanand was among seven monks who initiated Baba Saheb Bhim Rao Ambedkar to Buddhism.

Having given 75 years of life to Buddhism. Ven. Pragyanand is one of the most revered monks in India.

A native of Sri Lanka, Pragyanand came to Lucknow at an age of 13 in the year of 1942.

He has worked extensively to propageate Buddhism in India besides working for the cause of education among deprived people.

Pragyanand's guru Bodhanand is said to have inspired Ambedkar to take up Buddhism. After the death of Bodhanand, Ambedkar stayed in touch with Pragyanand. The connection with Ambedakr made Pragyanand a dalit icon too. We was the last leading buddhist monk among those who attended Baba Saheb Dr. B. R. Ambekars embracement in Buddhism at Nagpur on 1956.

Ven Pragyanand died on November 30 at the age of 89. Cardio-respiratory failure was identified as the causes of death. Buddhist fert in vijaywads city from february 3, 2018.

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act-এর আওতাভুক্ত(জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা ক(ক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং র(ণাবে(ণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের ''Buddha Gaya Temple Management Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং মহাবোধি মহাবিহার বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, এবং Management Committe-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধ জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রি(য়া ত্বরান্বিত করা হউক।

(চ) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গু(ত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

Science & Philosophy in Indian Buddhist Classics

To make classical Buddhist scientific and philosophical thought, on the nature of reality, accessible to modern readers, the XIV Dalai Lama—who considers the dialogue of religion and science a crucial component of humanity's future—conceptualised a five-part book on the subject. 'The Physical World' is the first volume, edited by Thupten Jinpa and brought out by Wisdom publications. The volume consolidates understanding of the physical world as found in the Tibetan Buddhist tradition under such headings as knowable objects, subtle particles, time, the cosmos and its inhabitans, and fetal development. It is a pioneering work, brilliantly adapted for promoting the dialogue between religion and science.

According to the Dalai Lama, classical Buddhist treatises refer to three domains : a scientific one which would cover the empirical descriptions of the outer world of matter and the inner world of the mind; a philosophical one, which would cover the efforts to ascertain the nature of ultimate reality; and a religious one, which would refer to the practices of the Buddhist tradition. The present volume, covers the scientific dimension; so, too, the second. The third and fourth volumes will focus on the philosophical dimension while the fifth will cover the religious dimension. The material of the first two volumes is taken from the Tengyur, which consists of Buddhist treatises translated into Tibetan.

The interaction between science and religion in the Christian West has often been characterised by a measure of hostiility, because there, religion is based on revealed dogmatic truth and science on reason and experimentation. This, however, need not necessarily apply in the case of science and Buddhism, as in this case, one witnesses a broad methodological convergence. The reason is that while the ultimate goal of religious life in Christianity can only be achieved after death, the fruit of religious life in Buddhism can be experienced in this very life. Thus the conclusions of Buddhism become as falsifiable and verifiable as those of science. This endows the encounter between science and Buddhism with unforeseen possibilities of maturity.

The Enlightenment view of reason, treated the rational as representing the antithesis of the irrational so that this binary grid of the rational and the irrational has become the dominant trope of modernity. Life, however, may be said to consist not just of the rational and the irrational, but also of the non-rational. This category would cover such aspects of life as relate to our emotional attachment to our near and dear ones, to the appreciation of the world of art, music, and literature and humanity's urge for transcendence.

There is also a subtler issue involved. Science per se is not interested in human well-being but rather in the search for truth. Any benefit accrued, is a foreseeable effect of science but not its intended one, whereas the intended goal of Buddhism is to save humanity for suffering. Hence science, in view of its neutrality in terms of value, may be harnessed for either good or evil. By contrast, the sole goal of Buddhism is the alleviation of human suffering which means that even its ''truths'' are meant to ensure human well-being and therefore are a means to an end and not an end in themselves.

In science, in the strict sense, truth alone is the end. Axiologically speaking, there is a fundamental gulf fixed between science and Buddhism. Science can explain the how of things but not their why, whereas the raison d'etre of Buddhism is the why of suffering.

সংবাদ এক নজরে

 The AP Tourism Authority hosted a festival titled Global Shanti—Amaravati Buddhist Heritage Festival from February 3 to 5. The festival, aimed to raise awareness of the state's culture, a press release said. ''Revolving around the universal message of peace, this festival will bring out the essence of Buddhism through a unique blend of chanting, meditation, exhibition, food, heritage walks, performances and philosophical talks by scholars and practitioners,'' the release said.

 "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের" প্রবীনতম উপাসিকা শ্রীমতি জয়ন্তী মুৎসুর্দি বিগত ২রা জানুয়ারী ২০১৮ স্বল্পকালীন রোগভোগের পর ৭৮ বৎসর বয়সে প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন একজন দয়াশীল, নীরব ধর্মসেবক, কেন্দ্রের সকল কার্যক্রমে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ অন্যান্যদেরকেও শুদ্ধ ধর্মচর্চায় উৎসাহিত করত। বিগত ২৭শে জানুয়ারী তাঁর স্মৃতিতে 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের' প্রার্থনাকক্ষে একটি স্মরণসভা আয়োজিত হয়।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhist একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই প্রাপ্ত হবেন। আমাদের প্রত্যাশা অপানাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

ফেডারেশন বার্তার

এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করেছেন—

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের

একজন শুভানুধ্যায়ী—

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত